

তাদরীস

প্রতিষ্ঠাতা ও চিরস্থায়ী মুতাওয়াজ্জী

“ওয়াজ্জীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহর” চিরস্থায়ী সাইয়িদ ও ইমাম আমার ও আমাদের প্রানের মামদু সাইয়িদিনা, মুরশিদুনা, হাবীবিনা, শাফীয়া, তাজিদার-ই-বাংলা, সাইয়িদুল আউলিয়া ওয়াল মাজাহিবীন, সিরাজুল আইম্বাহ, ইজাদ-ই-আহলিস সুন্নাহ, মুরশিদ-ই-আযম, মুজাদ্দিদ-ই-আলফি আউয়াল, শাসুল আরিফীন, নকশা-ই-নবী, নকশা-ই-মোহাম্মদ, নকশা-ই-রাসুল আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী খাজা শায়খ

সাইয়িদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজ্জীহ উল্লাহ (ডবল টাইটেল, অল-ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, রিসার্চ-স্কলার, ডক্টোরেট, অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর তফসীর, মাদরাসা-ই-আলীয়া, বক্শি বাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ)

সভাপতি

শাহ্ সূফী সাইয়িদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ উল্লাহ হাসেমী ওয়াজ্জীহ মুহাম্মদী

মহাসচিব ও অর্থ সম্পাদক

শাহ্ সূফী আবুল খায়ির জাহিদ হাসান শাকির হাসেমী ওয়াজ্জীহ মুহাম্মদী

সহ-সভাপতি

শাহ্ সূফী আবুল খায়ির ফারুক আহমেদ হাসেমী ওয়াজ্জীহ মুহাম্মদী

সার্বিক সহযোগিতা ও গবেষণা এবং তথ্যপ্রযুক্তি

যোগাযোগ মন্ত্রণালয় পরিচালক

শাহ্ সূফী আবুল খায়ির হাসিবুল হাসান হাসেমী ওয়াজ্জীহ মুহাম্মদী

প্রচার সম্পাদক

শাহ্ সূফী আবুল খায়ির মাহমুদুল হাসান রনী হাসেমী ওয়াজ্জীহ মুহাম্মদী

উপদেষ্টামন্ডলী

ওয়াজ্জীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহর দরবার শরীফের সকল মুরীদ-ভক্ত, আশিক-জাকির

সূচীপত্র

❀ তফসীর-ই-ওয়াজ্জীহ-----৬
❀ তাদরীসুল হাদীসঃ
২০ রাকাআত তারাবীহ-----১৩
❀ নাফহাতুল উনস -----২৩
❀ কিতাবুল আক্বাইদ -----২৪
❀ মিরআত শরহে মিশকাত -----২৭
❀ হযুর ﷺ জান্নাতের মালিক -----২৯
❀ দিওয়ান-ই-হাসেমী-----৩০

তাদরীসের মূলনীতিঃ

তাদরীস তথা ওয়াজ্জীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহর মূলনীতি হল এই যে, আমরা আমাদের প্রাণের আকা, তাজিদার-ই-মদীনাহ, সরকার-ই-দু‘আলম, নূর-ই-মুজাহ্‌ছাম, হাবীব-ই-কিবরিয়া, সাইয়িদিনা হুজুরে পরনূর ﷺ এর শান ও মান তুলে ধরার জন্য, মুরশিদ কিবলার শান ও মান তুলে ধরার জন্য সকল প্রয়াস গ্রহণ করব। আমাদের সকল লেখাই হবে শান-ই-রিসালাত ও শান-ই-বিলয়াত এর প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ আমাদের তওফীক দান করুন! আমীন।

প্রকাশনায়

প্রকাশনা বিভাগ- হাসেমী রিসার্চ একাডেমি

পরিবেশনায়

ওয়াজ্জীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ইন্সটিটিউট

শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ

ফোনঃ ০১৫৩৭০২২২৪৬, ০১ ৭৭১৯৬১১৮

E-mail: hashemisresearchfoundation@yahoo.com

❀ হাদিয়াঃ ১৫ টাকা ❀

- **প্রতিষ্ঠাতা মুতাওয়াল্লি :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর” চিরস্থায়ী ইমাম আমার ও আমাদের প্রানের মামদু সাইয়্যিদিনা, মুরশিদুননা, হাবীবিনা, শাফীয়িনা, তাজিদার-ই-বাংলা, সাইয়্যিদুল আউলিয়া ওয়াল মাজাহিবীন, সিরাজুল আইম্মাহ, ইজাদ-ই-আহলিস সুন্নাহ, মুরশিদ-ই-আযম, মুজাদ্দিদ-ই-আলফি আউয়াল, শাসুল আরিফীন, নকশা-ই-নবী, নকশা-ই-মোহাম্মদ, নকশা-ই-রাসুল আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহসূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ আল-ফরুকী, আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, ইসলামাবাদী, চট্টগ্রামী, ত্রিপুরায়ী, (কুমিল্লায়ী) নানুপুরী, চাঁদপুরী, ঢাকা আহমদপুরী, শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুরী, নারায়ণগঞ্জী, মুসী, সুন্নী, হানাফী, কাদেরী, চিশতী, নকশবন্দী মুজাদ্দিদী, মোহাম্মদী (ডবল টাইটেল, অল-ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, রিসার্চ-স্কলার, ডক্টোরেট, অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর তফসীর, মাদরাসা-ই-আলীয়া, বকশি বাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ)।
- **মহাপরিচালক :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর” একমাত্র খলীফা, মুরশিদ-ই-মুকামিল, উস্তাজুল আছতিজা, শামসুল হুদা, নূরুল হুদা, ইমামুল আইম্মাহ, মুজাদ্দিদ-ই-ত্বরীক্বত, সিরাজুল খোলাফা, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামছুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাগজিঃ আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, ইসলামাবাদী, চট্টগ্রামী, ত্রিপুরায়ী, (কুমিল্লায়ী) চাঁদপুরী, (সিক্ত্রপল খিলাফত, ত্রিপল টাইটেল, বি.এ, অনার্স (আরবী) এম.এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ডি.এইচ.এম. এস. ঢাকা, বাংলাদেশ) ৮/এ শাহী মঞ্জিল রাণীমার রওদ্দাহ শরীফ, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

- **প্রেসিডেন্ট :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহসূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ উল্লাহ হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, চাঁদপুরী, কুমিল্লায়ী, বি.এ, বি.এড, ডি.এস এম.এস. (প্রাক্তন সচিব পর ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়)।
- **ভাইস-প্রেসিডেন্ট :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” হযরত শাহসূফী আবুল খায়ির শাকীর মোহাম্মদ জাহিদ হাসান ফারুকী হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী ‘মোহাম্মদীয়া মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ফোন ৯৩৫৬৬৮০, ০১৭১১৯৪৯১৭৯, ০১৯১১৩৬৩৫২৭।
- **মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষ :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত শাহসূফী আবুল খায়ির মোহাম্মদ ফারুক আহমদ ওয়াজীহ মোহাম্মদী ‘মোহাম্মদীয়া মঞ্জিল’
- শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ফোন ৯৩৫৬৬৮০, ০১৭১১৯৪৯১৭৯, ০১৯১১৩৬৩৫২৭।
- **উপ-মহাসচিব (উপ-মহাসম্পাদক) :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহসূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ হাসিব আল-হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী। বি.বি.এ, এম.বি.এ।
- **দাতা ও অর্থ সম্পাদক ৪ :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত শাহসূফী আবুল খায়ির মোহাম্মদ আবু সাঈদ হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী আহমদপুর (যাত্রাবাড়ি) ঢাকা। বি.বি.এ, এম.বি.এ।
- **প্রচার সম্পাদক ৪ :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত শাহসূফী আবুল খায়ির মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান রনী হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী

• উপদেষ্টা মন্ডলী •

৬. প্রাক্তন উপদেষ্টা :“ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহর” খলীফা, সাইয়্যিদুস সুহাদা, নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সুফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামসুল আরেফীন আওয়াল হাসেমী

ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাঃজিঃ আলী) আল-কোরাইশী, চাঁদপুরী, 'চ/এ শাহী মঞ্জিল' শাহী মহল্লা শরীফ, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্লায়ী) কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

প্রকাশনা ও ব্যবস্থাপনা :

“ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ইন্টেলিজেন্ট” শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

আমার মুরশিদ ক্বিবলাহু কর্তৃক আদিষ্ট ও অনুমোদিত।

নিবেদক : আমি আহ্‌কার (আমি গুনাহ্‌ গার)

গবেষণা, রচনা ও সম্পাদনা : উস্তাজুল আছতিজা হযরত মাওলানা শাহ-সুফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামছুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (সিক্সপল খিলাফত, ত্রিপল টাইটেল, বি.এ, অনার্স (আরবী) এম.এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ডি.এইচ.এম. এস. ঢাকা, বাংলাদেশ)।

সৌজন্যে : “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহ্‌ এঁর দরবার শরীফ”, ‘মসজিদ-ই-নকশা-ই-নববী’, ‘মাদরাসা-ই-মোহাম্মদীয়া’ ‘রাণী মা’র রওছাহ শরীফ, ‘চ/এ শাহী মঞ্জিল’ শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

প্রকাশনায় : ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ইন্টেলিজেন্ট, শাহী মহল্লা শরীফ।

প্রাপ্তিস্থান

আখ্‌ফা-ই-মোহাম্মদীয়া দরবার শরীফ, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

মাদরাসা-ই-মোহাম্মদীয়া, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

‘মসজিদ-ই-নকশা-ই-নববী’ শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

‘চ/এ শাহী মঞ্জিল’ শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

খাদিজ মার রওছাহ শরীফ, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

শরীফের রওছাহ শরীফ, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ইন্টেলিজেন্টঃ শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

রাণী মা এঁর রওছাহ শরীফ, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

শাহী হোমিও ক্লিনিক, শাহী বাজার, শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ।

ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহ্‌র দরবার শরীফ, ০১৯২৮৯৬৩৭১৫, ০১৬৮০০০৮৭৮৪. শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

মোহাম্মদীয়া বায়নাদী দোকান : (নাসিরুদ্দীন ভাই) ০১৭১৬৫২০৯১২. নিউ আলাউদ্দীন সুপার মার্কেট, পাগলা বাজার, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।

শাহী কম্পিউটার সেন্টার : (হোসাইন ভাই) কাজী খোরশেদ প্লাজা, পাগলা বাজার, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। ০১৭৩৭৯৪১৯১৩, ০১৯২৩৮৩৭৫৪৫

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ্‌ এঁর হোমিও ক্লিনিক, হাসনাবাদ, কেরাণীগঞ্জ।

মেসার্স ফারুক ইঞ্জিনিয়ারিং ৭৬ পুরানা পল্টন লাইন, (বিজয় নগর) ঢাকা ১০০০।

মোহাম্মদ ফারুক আহমদ ওয়াজীহ ‘মোহাম্মদীয়া মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ফোন ৯৩৫৬৬৮০, ০১৭১১৯৪৯১৭৯, ০১৯১১৩৩৩৫২৭

ভূমিকা

'ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহ'র মুখপত্র তাদরীস (تدریس) একটি গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা যা শরীয়ত ও তুরীক্বত বিষয়ক তথ্যনির্ভর, গবেষণামূলক মৌলিক ও অনূদিত রচনা শিক্ষার্থী, সাধারণ মানুষ, আলিম ও স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের নিকট পৌঁছে দেয়ার একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। পবিত্র কুরআন ও পবিত্র হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা ও তুরীক্বতের আলো সকলের নিকট পৌঁছে দেয়ার প্রয়োজন সকল সময়েই সকল সমাজে অনুভূত হয়। তাই 'ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহ'র উদ্যোগে হাসেমী রিসার্চ একাডেমি' এর পরিবেশনায় 'ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ইন্টেলিজেন্ট' তাদরীস (تدریس) প্রকাশ করে থাকে।

উদ্দেশ্য

শরীয়তের পাশাপাশি তুরীক্বতের গবেষণা ও আলোচনা দিন দিন মানুষের মধ্য থেকে উঠে যাচ্ছে। এই অবস্থা এতই প্রকট আকার ধারণ করেছে যে সাধারণ মানুষের সাথে সাথে আলেম সমাজও তুরীক্বত-তাছাউফ বিমুখ হয়ে যাচ্ছে। যার কারণে শরীয়তের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সমাজে মানুষ সত্যিকার ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এহেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নূরনবী ﷺ এর ফয়েয ও বরকতে ও আমাদের প্রাণের মামদূহ, আল্লাহর মাহবুব, তাজিদার-ই-বাংলা, নকশা-ই-নবী, সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ্ উল্লাহ ﷺ এর নেগাহ ও করমে' ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহ'র মুখপত্র তাদরীস (تدریس) প্রকাশ করা হচ্ছে।

সম্পাদকের বানী

দাদা হুজুর কিবলাহ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর ফয়েয ও বরকত ও হুজুর কিবলাহ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামসুদ্দীন হাসেমী (মাঃজিঃআঃ) এর নেক নজরের বরকতে তাদরীসের ত্রয়োদশ সংখ্যা প্রকাশ হতে যাচ্ছে। এবারও ইনশাআলাহ নতুনত্ব পাবেন। প্রখ্যাত হাদীসের কিতাব মিশকাত শরীফের অনবদ্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ মিরআতুল মানাজীহ এর অনুবাদ ও নাফহাতুল উনস সংযুক্ত কতা হয়েছে এবারের সংখ্যায়। আশা করছি বরাবরের মত এবারও এই নতুনত্ব পাঠকদের ভালো লাগবে। তরীক্বতের স্বাদ বৃদ্ধি পাবে। তাদরীসের মাধ্যমে ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহর সাথে নিসবত আরও বৃদ্ধি পাবে। আলাহ আমাদের সবাইকে ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহর, ওয়াজীহর, রাসূলের ও হুজুর কিবলাহর তাওজুহ, ফয়েয ও বরকত নসীব করেন।

আমীন!!!

-ওয়াসসালাম-

مفتح المفاتيح من التفسير الوجي

ব্রাহ্মী-ই-ওয়াজীহ (৬)

ওস্তাযুল আসাতিয়া, মুজাদ্দিদ-ই-তুরীক্বত, শামসুল আইম্মাহ, হযরত মাওলানা খাজা শায়খ
সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামসুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাঃজিঃআঃ)

প্রশংসাকারীর সকল প্রশংসার মালিক মহান আল্লাহ পাক যার প্রশংসার চূড়ান্ত পর্যায় প্রকাশ করেছেন তাঁরই নিকটতম প্রশংসা নবী মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। এই জন্য যে, সমগ্র বিশ্ব প্রতিপালনকারী সংরক্ষণকারী যার রুবুবিয়্যতের আওতায় তাঁর সৃষ্টি সব। তাঁরই তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হয় সৃষ্টির সব প্রানী জগৎ।

অত্র আয়াতে الحمد শব্দটির কিছু তাহক্কীক নিম্নে প্রকাশ করা গেল। যেমন-

د - م - ح এর মূল বর্ণ حمد

مَحْمَدٌ বা مَحْمَدَةٌ বা مَحْمِدٌ বা مَحْمَدًا বা حَمْدٌ - سَمِعَ বাবে হাম্ম যার অর্থ মর্যাদার ভিত্তিতে প্রশংসা করা। আদেশের উপর ও মর্যাদার কারণে মত পরিবর্তন করা। প্রশংসার ক্ষমতা লাভ করা। প্রশংসার জন্য মনকে প্রস্তুত করা। যিনি প্রশংসা করবেন তিনি সীমিত যার প্রশংসার কারণে তিনি অসীম হতে পারেন। প্রশংসার জন্য সৃষ্টি যিনি প্রশংসা পাওয়ার অধিকার রাখে তিনি স্রষ্টা, খালেক, মালেক, মনিব হতে পারেন।

তাই যিনি প্রশংসা করবেন তার কমপক্ষে প্রশংসা করার বিদ্যা-বুদ্ধি, জ্ঞান-ভাষা, হৃদ, আইকিউ থাকতে হবে। বিশেষভাবে যার সম্পর্কে প্রশংসা করবেন তার সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও তার যাবতীয় স্বভাব-চরিত্র, মমত্ব-প্রেম ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। মিথ্যা ও বানোয়াট সঠিক ধারণা ছাড়া যাই বলার চেষ্টা হয় তার মধ্যে ১০০% ভাগ হয়। চামচামী মিথ্যা ও ধোকা মূলক অধ্যায় রচনা হয় ১০০% ভাগের মধ্যে ৯৯-১২%। ১% উপস্থাপনের ভাব দেখানো মাত্র।

কোন জিনিষের সঠিক সংজ্ঞা বিশ্লেষণ তাহক্কীক জানা না থাকলে তো মিথ্যা বলার মধ্যে কোন বাহাদুরী নাই। আর এই ধরনের পর্যায় প্রশংসার ধারে কাছে যাওয়াই হবে পৃথিবীর সবচাইতে বড় বোকামী।

যার প্রশংসা করা হবে তার সাথে প্রশংসা কারীর সুসম্পর্ক থাকতে হবে। তাই তুমি যার প্রশংসা করবে তার সাথে তোমার কতটা গভীরতা ও কতটা সুসম্পর্ক আছে বা তুমি তার কি হও, তিনি তোমার কি লাগে তোমার ক্ষমতা কতখানি যার প্রশংসা করবে তার ক্ষমতা সম্পর্কেও তোমার সার্বিক ধারণা থাকতে হবে। তুমি যা যা

المحمد - যিনি আল্লাহর প্রশংসা করবেন তার আলাদা বৈশিষ্ট্য চরিত্র ও আলাদা গুণ বাচক শব্দ বাক্য ভাষার জ্ঞান অর্জন করে প্রশংসাকারীই বিশেষ বিশেষ গুণের অধিকারী হতে হবে।

الحمد - বলার জন্য বলা হয় নি الحمد প্রয়োগের জন্য বলা হয়েছে। ইসলামী শরীয়তে সুরা ফাতেহাতে সমস্ত সালাত আদায় করা কায়েম করা ওয়াজিব। যেমন আল্লাহর রাসূল এরশাদ করেন: لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ফাতেহা ব্যতীত কোন সালাত নাই।

এখানে সুরা ফাতেহা আলাদা কিতাব বলা হয়েছে।

হানাফী মাযহাবে ফাতেহা সালাতে আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু শাফী মাযহাবে সুরা ফাতেহা ফরজ বলেছেন। হানাফী মাযহাবে সুরা ফাতেহা জামাতের ক্ষেত্রে মুক্তাদীগণের জন্য প্রযোজ্য নহে। শাফী মাযহাবে ইমাম-মুক্তাদী সবার জন্যই সুরা ফাতেহা পাঠ করা ওয়াজিব। এখানে একথাগুলো একত্রে বলে সুরা ফাতেহার গুরুত্ব দেখানো হয়েছে।

﴿ সুরা ফাতেহার সংখ্যাতত্ত্ব ﴾

১৮	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
১২	الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
১২	مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
১৯	إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
১৯	اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
১৯	صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
২৪	غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

মোট অক্ষর = ১৮+১২+১২+১৯+১৯+১৯+২৪ = ১২৩ টি।

হরকত আছে = ১০৩ টি।

যের = ২০ টি।

শব্দ আছে = ৩১ টি।

পেশ = ৭ টি।

আয়াত আছে = ৭ টি।

সাকিন = ২৩ টি।

যবর = ৪০ টি।

তাশদীদ = ১০ টি।

ا = ২২ টি।	ض = ২ টি।
ب = ৩ টি।	ط = ২ টি।
ت = ৩ টি।	ظ = নাই
ث = নাই টি।	ع = ৬ টি।
ج = নাই টি।	غ = ২ টি।
ح = ৩ টি।	ف = নাই
خ = নাই	ق = ১ টি।
د = ৪ টি।	ك = ৩ টি।
ذ = ১ টি।	ل = ১৮ টি।
ر = ৬ টি।	م = ১২ টি।
ز = নাই টি।	ن = ১০ টি।
س = ২ টি।	و = ৪ টি।
ش =	ه = ৪ টি।
ص = ২ টি।	ی = ১৩ টি।

সুৱা ফাতিহা মোট ৬ টি বৰ্ণ নেই।

এর মধ্যে الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

দ - ম - হ শব্দটির মূল বর্ণ الح - ম - د

৮ দিয়ে আল্লাহর তাওহীদের ৮

ম দিয়ে মুহাম্মাদের

এ দিয়ে α ও β এর প্রেমের নিদর্শন প্রেমের দলীল, আল্লাহর ওয়াহদানিয়াতের দলীল এবং আল্লাহর বাসনের নবওয়াতের দলীল বোঝানো হয়েছে।

৮ দিয়ে হাবীব মাহবুবের প্রেমের ফসল মাখলুক সৃষ্টির রহস্য উপস্থাপনের দলীলকে বঝানো হয়েছে।

ح দিয়ে واحد - احد - وحيد আল্লাহর ওপাহদানিয়াতের প্রমাণকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপস্থাপন করার জন্য আল্লাহর কিতাবকে মডেল নকশা দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

এতে মাখলুকের প্রতি আল্লাহ ও তার রাসূলের অতি দয়ার প্রমাণ দলীল পাওয়া যায়। তাই মাখলুক তার স্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম প্রকাশের একটি মিডিয়া অবলম্বন করতে সক্ষম হবে। এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ভাষা ও ছন্দ মিল পাওয়ার মাধ্যমে অবলম্বন করতে সক্ষম হবে। বিশেষ করে

মানুষ তার স্রষ্টাকে উপলব্ধি করার সুযোগ পাবে। যদি মানুষ তার নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিশেষ করে মানুষের একটু উপকারের মানষে অগ্রসর হয় না বা মানবতার কাজে সাধন করে।

আহাদ (احد) এর সাথে আহমাদের (احمد) এর নিবিড় সম্পর্ক। আল্লাহর বিশ্ব সংসারের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব احمد আর বিশ্ব সংসারের একক কর্তৃত্ব হলো احد এর। মাঝে যে মীম (ميم) আছে তার দ্বারা احد ও احمد এর মুহাব্বাত (محبة) বোঝানো হয়েছে।

তাও আবার মাখলুকের (ميم) মীম কে বলা হয়েছে। তাই আল্লাহ ও তার রাসূলের সংসারের ভোগ কারী সেবা গ্রহণকারী তত্ত্বাবধানে নিয়ন্ত্রিত সমগ্র বিশ্বের সকল প্রাণী, বস্তু, ব্যক্তি আল্লাহ রাসূল ব্যতীত সমস্ত বিশ্বের সব কিছুই। বিশ্বের করুণা দয়া মমতা স্নেহ ভালবাসায় পুষ্ট বিশ্ব সংসারের আওতাধীন বিশ্বের সবকিছু আর বিশ্ব সংসারের সংসারের সবকিছুই আল্লাহ রাসূলের গোলাম দাসমাত্র। কাজেই রাসূলের গোলামী করা ছাড়া আল্লাহর গোলাম হয় না। আর আল্লাহর গোলামী করা ছাড়া রাসূলের গোলাম হয় না। আল্লাহ বলেন তোমরা আমার রাসূলের ইতায়াত ইত্তেবা গোলামী করো। রাসূল বলেন তোমরা আমার আল্লাহর ইবাদত গোলামী ইতায়াত করো। কারণ রাসূল মাখলুকাতে নিকট আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের আশ্রয় চেষ্টা করেন। করেছেন। করেছিলেন। আর আল্লাহ ও মাখলুকাতে নিকট রাসূলের অস্তিত্বই প্রমাণের জন্যই তার সকল করমসূচী প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ রাসূল আল্লাহর তাওহীদ বহনকারী হিসেবে আল্লাহকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যেহেতু রাসূল আল্লাহকে চরম ভালোবাসেন। আর আল্লাহ রাসূলকেই প্রাধান্য দিয়েই রাসূলের নবুয়ত রেসালাত বহন করছেন।

যেমন আল্লাহ বলেনঃ

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ

আমি আল্লাহ নিজেই আমার সকল দায় দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। আপনাকে পেরেশান মুক্ত দেখতে চাই। চিন্তা মুক্ত দেখতে চাই। আপনার চিন্তার ১০০% আমি গ্রহণ করলাম। যেহেতু আমি আপনাকে সবচাইতে বেশী ভালোবাসি।

বিশ্ব সংসারের সংজ্ঞাঃ- আল্লাহ তার রাসূল মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাদের তত্ত্বাবধানে সমগ্র বিশ্বের সকল কিছু মিলেই গঠিত।

হাদ্র/ ছাত্রী দিয়ে শিক্ষকের পরিচয়, সন্ধান দিয়ে পিতা মাতার পরিচয়, শিষ্য দিয়ে গুরুর পরিচয়, মুরীদ দিয়েই পীরের পরিচয়, উম্মত দিয়ে নবীর পরিচয়, সৃষ্টি দিয়ে স্রষ্টার পরিচয়। তাই আল্লাহ রাসূলের সম্পর্কই মাখলুকাত দিয়ে এইভাবে চূড়ান্ত

পর্যায়ের বিশ্ব সংসারের পরিচয় বহন করে। একটা অন্যটির মধ্যে, একজন অন্যজনের সাথে নিবীড় সম্পর্কের কথাই প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনটাই কোনটা থেকে আলাদা নয়। বাদ দেয়া যায়না। এর জন্য দলীল প্রমাণ খুঁজে বের করা সহজ। এখানে সুরা ফাতেহার বহু কিছু বিশ্লেষণ করলে আমরা আমরা দেখতে পাই।

যেমনঃ- সুরা ফাতেহার মধ্যে-

১. আল্লাহর জাত, সিফাত পরিচয়।
২. আল্লাহর সৃষ্টির পরিচয়।
৩. নবীজির সাথে আল্লাহর সুসম্পর্কের পরিচয়।
৪. রবুবিয়্যতের সেবার কথা ও সেবামূলক পর্যায় কিরূপ তার ব্যাখ্যা।
৫. আল্লাহ ওয়ালা হওয়ার জন্য যা যা প্রয়োজন তার নিকট একটি নীল নকশা তুলে ধরা হয়েছে তার পরিচয়।
৬. ইহকালের কথা সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সম্পর্কের পরিচয়।
৭. বিশ্ব জাহানের পরিচয় পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোকপাত।
৮. পরকাল ও আখেরাতের পরিচয় পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।
৯. ইবাদত বন্দেগীর কথা ও খেলাফতের দায় দায়িত্ব কি তার সম্পূর্ণ মডেল দেয়া হয়েছে।
১০. বান্দা তার বন্দেগী করে আল্লাহ রাসুলের সম্ভ্রুতি অর্জনের নেকটি সুন্দর ব্যবস্থাপনা দেখানো হয়েছে।
১১. আল্লাহ পাকের নিকট বান্দা সার্বিক সহযোগীতার জন্য দোয়া প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে।
১২. হেদায়েতে মোহাম্মাদিয়া বা ঈসাল ইলাল মাতলুব বা এরাতাতুত ত্বরীক এর কথা বলা হয়েছে।
- সিরাতুল মশাকীমের (যা চরম পছা বা শিথিল পছা নয়) (মুসা ও ঈসা এর মতাদর্শ নয়) আল্লাহ ও নবীজির তরীকা বা মোহাম্মাদীয়া মাজহাব পাওয়ার জন্য আল্লাহর নিকটে প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে।
১৩. মোহাম্মাদীয়া ফরমূলায় প্রতিষ্ঠিত স্থায়ী রাশ/ তরীকা মুশাকীম দ্বারা প্রমানিত।
১৪. মোহাম্মাদীয়া তরীকায় চলে যারা কামিয়াবী অর্জন করেছেন তাদের সম্পর্কে সবাইকে সতর্কতার সাথে অনুধাবন করার কথা বলা হয়েছে। এবং তাদের পরিচয়ও এই সুরায় তুলে ধরা হয়েছে।
১৫. নবী, রাসূল, আউলিয়া, সিদ্দীকীন, শুহাদা, মুত্তাকীন, মোখলেছীন, ছালেকীন, মুরীদীন, মু'তাকীদীন, মোতায়াল্লিকীন, ছাহাবাগণ, তাবেয়ীগণের আশেকীন, জাকেরোনগণের কথার প্রতি ইঙ্গিত বহন করছে। انعمت শব্দ দ্বারা।

১৬. নবী রাসূলের দরজা বন্ধ আউলিয়াগণের দরজা খোলা। সুরার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।
১৭. আল্লাহ ওয়ালাগণের প্রদর্শিত পথই সঠিক ও সহজ সরল সোজা যাকে এক বাক্যে সিরাতুল মুশকীম্বলা হয়। তা উল্লেখ করা হয়েছে।
১৮. সুরা ফাতেহায় সত্য পথ, সত্য মত, সত্য চিন্তা, সত্য মনোভাব এর দিকে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
১৯. আল্লাহর পথ, আল্লাহর রাশ্য, আল্লাহর ধর্ম তথা কোরআনী পথ, ইসলামী শরীয়তের দিক নির্দেশনার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
২০. বক্র পথ, ভেজাল পথ, শয়তানী পথ, ইয়াহুদী নাসারাদের পৃষ্ঠপোষতায় তৈরী নোংরা পথ পরিহার করার দিকে মোহাম্মদীয়া তরীকার অনুসারীদের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
২১. নেয়ামত, রহমত, ফযীলত, বরকতের রাশ্যয় চলাচলের কারণে উহার ফলাফলের ও ইহকাল পরকালের কামিয়াবী লাভের দিক নির্দেশনা দেখানো হয়েছে।
২২. আল্লাহর নিয়ামত কি? তা যারা উপলব্ধি ও নিয়ামত লাভ করেছেন তাদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।
২৩. নিয়ামত প্রাপ্তদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম ভালোবাসা রাখার জন্য সর্বস্বরের জনগনের প্রতি দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
২৪. যারা আল্লাহর সঠিক পথে চলে এবং মোহাম্মাদীয়া রাশ্যয় চলাচল করে গন্ব্য স্থলে বা মনজিলে মাকসুদে গিয়ে উপনীত হয়েছেন তাদের সকলকে এক সম্প্রদায় বা দল হিসেবে বা তাদের জামাতের ব্যাখ্যা করে তাদের দলের নাম হিজবুল্লাহ বা আল্লাহ রাসূলের দল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
২৫. আবার আল্লাহ রাসূলের বিপরীত মুখী দল তথা গোমরাহ দল বক্র পথের ক্ষতির দিকগুলোও তুলে ধরা হয়েছে।
২৬. সত্য মিথ্যা আলাদা আলাদা সংজ্ঞা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সবার সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে।
২৭. নিয়ামতের পরিবর্তে গযবের কথা ও অভিশপ্ত কালো কালো রেখায় গঠিত অন্ধকার কি? আর আলো কি? প্রত্যেকটিই আলাদা আলাদা। একত্র নয়। এর দিকে সুরা ফাতেহায় একটি নকশাও দেখানো হয়েছে।
২৮. যারা আল্লাহ মুখী হয় তাদের শেষ পুরস্কার কি? তারও একটি ইস্হহার প্রকাশ করা হয়েছে।

(চলবে).....

তাদরীসুল আহাদীস

-----তারাবীহর নামায বিশ রাকা'আত-----

তারাবীহর নামায ৮ রাকাত না বিশ রাকা'আত তা নিয়ে আমাদের সমাজে বর্তমানে এক ফিৎনা চালু হয়েছে। কেউ বলে তারাবীহর নামায ৮ রাকা'আত আর কেউ বলে ২০ রাকা'আত। শরীয়তের অন্যতম উৎস হাদিসের আলোকে তারাবীহর নামায বিশ রাকা'আত। সলফে সালাহীনদের মতও তা-ই। আমাদের ত্বরীকাহর ইমাম সাইয়্যেদ আবল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজাহ উলাহ (রাহিয়াল্লাহু আনহু) ও সারা জীবন ২০ রাকা'আত তারাবীহর নামায আদায় করেছেন। সুতরাং আমরাও তারাবীহর নামায ২০ রাকা'আত আদায় করব। তথাপি যারা (আহলে হাদীস, লা-মাযহাবী, ওহাবীরা) ২০ রাকাতের দলীল খুঁজে পায় না তাদের জন্য তারাবীহর নামায বিশ রাকা'আতের পক্ষে দলীল দেয়া হল পবিত্র হাদীস শরীফের আলোকে।

১. عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ ثَلَاثَ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً»

১. হযরত ইয়াযীদ ইবনে রুমান বলেনঃ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) ঐর যামানায় লোকেরা (বিতর) সহ তেইশ (২৩) রাকা'আত নামায পড়ত।^১
(মালেক, ফারিইয়াবী, বায়হাকী)

^১ ১) মালেক, মুয়াত্তা, কিতাবুস সালাত ফি রামাদ্বান, ১/১১৫, হাদীসঃ ২৫২

২) বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, ২/৪৯৬, হাদীসঃ ৪৩৯৪

৩) শুয়াবুল ঈমান, ৩/১৭৭, হাদীসঃ ৩২৭০

৪) ফারিইয়াবী, কিতাবুস সিয়াম, ১/১৩২, হাদীসঃ ১৭৯

৫) আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৪/২৫৩

৬) আসকালানী, আদ-দিরায়া ফি তাখরিজি আহাদিসিল হিদায়াহ, ১/২০৩, হাদীসঃ ২৫৭

৭) ইবনে আবদুল বার, তামহীদ, ৮/১১৫

৮) যুরকানী, শরহে মুয়াত্তা, ১/৩৪২

৯) ইবনে কুদামাহ, মুগনী, ১/৪৫৬

১০) শওকানী, নাইলুল আওতার, ৩/৬৩

১১) যায়লায়ী, নাসবুর রিয়াহ, ২/১৫৪

১২) ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ১/১৫২

۲. عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ذَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْأَعْرَجَ يَقُولُ: «مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يَلْعُنُونَ الْكُفْرَةَ فِي رَمَضَانَ» قَالَ: «وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ»

وقال الإمام ولي الله الدهلوي: هو مذهب الشافعية والحنفي، وعشرون ركعة تراويح وثلاث وتر عند الفريقين هكذا قال اخلي عن البيهقي

২. হযরত মালেক (رحمہ اللہ), দাউদ ইবনে হুছাইন (رحمہ اللہ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি হযরত আ'রাজ (رحمہ اللہ) কে বলতে শুনেছেন যে (তিনি বলেন), "আমি লোকদের এই পেলাম যে তারা রমজান মাসে কাফিরদের লা'নত করত। তারা বলেনঃ (তারাবীহর নামাযে) ক্বারী সুরা বাকারাহকে আট রাকা'আতে পড়তেন আর যখন বাকী বার রাকা'আত পড়তেন তখন লোকেরা দেখত যে ইমাম সেগুলো হালকা (সংক্ষিপ্ত) করে দিত।^২ (মালেক, বায়হাক্বী, ফারইয়াবী) ফারইয়াবী বলেনঃ এই হাদীসের সনদ শক্তিশালী।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (এই হাদীসের ব্যাখ্যায়) বলেনঃ বিশ রাকা'আত তারাবীহ আর তিন রাকা'আত বিতর শাফেয়ী আর হানাফীগণের মাযহাব। এইভাবে মহল্লী, ইমাম বায়হাক্বী থেকে বর্ণনা করেছেন।

۳. وقال الإمام أبو عيسى الترمي في سننه: وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رَوَى عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১) মালেক, মুয়াত্তা, কিতাবুস সালাত ফি রামাদ্বান, ১/১১৫, হাদীসঃ ৭৫৩

২) বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা, ২/৪৯৭, হাদীসঃ ৪৪০১

৩) বায়হাক্বী, শুয়াবুল ঈমান, ৩/১৭৭, হাদীসঃ ৩২৭১

৪) ফারইয়াবী, কিতাবুস সিয়াম, ১/১৩৩, হাদীসঃ ১৮১

৫) ইবনে আবদুল বার, তামহীদ, ১৭/৪০৫

৬) যাহাবী, সিয়াৰু আলামিন নুবালা, ৫/৭০, হাদীসঃ ২৫

৭) সুযুতী, তানবীরুল হাওয়ালাক শরহে মুয়াত্তা মালেক, ১/১০৫

৮) যুরকানী, শরহে মুয়াত্তা, ১/৩৪২

عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَبْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ " وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَهَكَذَا أَذْرَكْتُ بِلَدْنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً»

৩. ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী তাঁর সুনানে বলেনঃ অধিকাংশ আহলে ইলমগণের মাযহাব হল বিশ রাকা'আত তারাবীহ (পড়া) যা হযরত আলী (ؓ) এবং হযরত ওমর (ؓ) সহ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঐর বেশিরভাগ সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত আর এটাই সুফিয়ান ছওরী, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক এবং ইমাম শাফেয়ীর (রহমতুল্লাহি আলাইহিম) ঐর উক্তি। ইমাম শাফেয়ী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) বলেনঃ আমি আমার শহরে (আহলে ইলমদের) বিশ রাকা'আত তারাবীহ পড়তে পেয়েছি।^৩

৪. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً سِوَى الْوُتْرِ»

৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (ؓ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রমজানুল মুবারকে বিতর বাদে বিশ রাকা'আত তারাবীহর নামায পড়তেন।^৪ (ইবনে আবী শায়বাহ, ইবনে হুমায়দ, বায়হাকী, তাবরানী)

^৩ তিরমিযী, সুনান, কুতাবুস সওম আন রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), ৩/১৬৯, হাদীসঃ ৮০৬

^৪ ১) ইবনে আবী শায়বাহ, মুসান্নাফ, ২/১৬৪, হাদীসঃ ৭৬৯২

২) তাবরানী, মুজামুল আওসাত, ১/২৪৩, হাদীসঃ ৭৯৮

৩) তাবরানী, মুজামুল কবীর, ১১/৩৯৩, হাদীসঃ ১২১০২

৪) বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, ২/৪৯৬, হাদীসঃ ৪৩৯১

৫) আবদ ইবনে হুমায়দ, মুসনাদ, ১/২১৮, হাদীসঃ ৪৫৩

৬) খতীব বাগদাদী, তারিখুল বাগদাদ, ৬/১১৩

৭) হায়সমী, মাজমাউয যওয়াইদ, ৩/১৭২

৮) ইবনে আবদুল বার, তামহীদ, ৮/১১৫, আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৪/২৫৪, হাদীসঃ ১৯০৮

৯) আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৪/২৫৪, হাদীসঃ ১৯০৮

১০) আসকালানী, দিরায়াহ, ১/২০৩, হাদীসঃ ২৫৭

১১) সুযূতী, তানবীরুল হাওয়ালাক, ১/১০৮, হাদীসঃ ২৬৩

১২) যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল, ১/১৭০

১৩) সান'ানী, সুবুলুস সালাম, ২/১০

১৪) মিয়যী, তাহযীবুল কামাল, ২/১৪৯

শব্দগুলো তাবরানীর।

৫. عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «كُنَّا نَنْصَرِفُ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، وَقَدْ دَنَا فُرُوعُ الْفَجْرِ، وَكَانَ الْقِيَامُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ رَكْعَةً»

৫. হযরত সাযিব ইবনে ইয়াযীদ বলেনঃ আমরা হযরত উমর রাঃ এর যমানায় ফজরের কাছাকাছি সময় তারাবীহ শেষ করতাম আর আমরা (বিতর সহ) তেইশ রাকা'আত পড়তাম।^৫ (আবদুর রাযযাক)

৬. عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: " كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً " قَالَ: " وَكَانُوا يَقْرَأُونَ بِالْمِئِينَ، وَكَانُوا يَتَوَكَّنُونَ عَلَى عِصِيهِمْ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ شِدَّةِ الْقِيَامِ "

৬. হযরত সাযিব ইবনে ইয়াযীদ রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ এর সময়ে সাহাবায়ে কেরাম মাহে রমজানে বিশ রাকা'আত তারাবীহ পড়তেন। আর তাতে শত আয়াত সম্বলিত (যে সূরাতে একশত পরিমান আয়াত আছে সে) সূরা পড়তেন। আর হযরত উসমান রাঃ এর সময়ে কিয়ামের আধিক্যের (প্রচণ্ডতার) কারণে তাঁরা লাঠি দ্বারা ঠেক লাগাতেন।^৬ (বায়হাকী, ফারইয়াবী, ইবনুল জু'দ)

১৫) যায়লায়ী, নাসবুর রাযাহ, ২/১৫৩

১৬) যুরকানী, শরহে মুয়াত্তা, ১/৩৪২, ৩৫১

১৭) আযীমাবাদী, আওনুল মা'রুদ, ৪/১৫৩

১৮) মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী, ৩/৪৪৫

৫) আবদুর রাযযাক, মুসান্নাফ, ৪/২৬১, হাদীসঃ ৭৭৩৩

২) ইবনে হাযম, আহকাম, ২/২৩০

৬) ১) বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, ২/৪৯৬, হাদীসঃ ৪৩৯৩

২) ইবনুল হাসান ফারইয়াবী, কিতাবুস সিয়াম, ১/১৩১, হাদীসঃ ১৭৬

ফারইয়াবী বলেনঃ এই হাদীসের সনদ রিজাল নির্ভরযোগ্য।

۷. عَنْ أَبِي الْخَصِيبِ قَالَ: "كَانَ يَوْمُنَا سُؤْيِدُ بْنُ غَفَلَةَ فِي رَمَضَانَ فَيُصَلِّي خَمْسَ تَرَوِيحَاتٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً"

৭. আবু হাছীব বলেনঃ আমাদের সুওয়াইদ ইবনে গুফলাহ (رضي الله عنه) রমজান মাসে তারাবীহর নামায পাঁচ তারাবীহতে (অর্থাৎ বিশ রাকা'আতে) পড়াতেন (প্রতি চার রাকা'আত পর পর বসতেন। তার মানে পাচ বারে বিশ রাকা'আত পড়তেন)।^৭

(বায়হাক্বী ও বুখারী)

ইমাম বায়হাক্বীর সনদ হাসান।

۸. عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكْلٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّهُ كَانَ يَوْمُهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً، وَيُوتَرُ بِثَلَاثٍ"

৮. হযরত আবু শুতাইর বিন শাকাল (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত এবং তিনি হযরত আলী (رضي الله عنه) এর সাথীগণের মধ্যে একজন ছিলেন, তিনি বলেনঃ হযরত আলী (رضي الله عنه) রমজানুল মোবারকে বিশ রাকা'আত তারাবীহর নামায এবং তিনি রাকা'আত বিতর নামায পড়তেন।^৮ (ইবনে আবী শায়বাহ, বায়হাক্বী)

হাদীসের শব্দগুলো বায়হাক্বীর।

۹. عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "دَعَا الْقُرَّاءَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَ مِنْهُمْ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً" قَالَ:

৩) ইবনে জাদ, মুসনাদ, ১/৪১৩, হাদীসঃ ২৮২৫

৪) মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ৩/৪৪৭

১) বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা, ২/৪৪৬, হাদীসঃ ৪৩৯৫

২) বুখারী, আল কুনা, ১/২৮, হাদীসঃ ২৩৪

১) ইবনে আবী শায়বাহ, মুসান্নাফ, ২/১৬৩, হাদীসঃ ৭৬৮০

২) বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা, ২/৪৯৬, হাদীসঃ ৪৩৯৫

وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُوتِرُ بِهِمْ " وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ، عَنْ عَلِيٍّ

৯. হযরত আবু আবদুর রহমান আস-সুলামী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, হযরত আলী (رضي الله عنه) রমজানুল মুবারকে ক্বারীগণকে ডাকেন এবং তাঁদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তিকে বিশ রাকা'আত তারবীহ পড়ানোর হুকুম দেন। আর খোদ হযরত আলী (رضي الله عنه) তাঁদের বিতর নামায পড়াতেন।^৯ (বায়হাক্বী)

এই হাদীস হযরত আলী (رضي الله عنه) থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত।

১. عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ، بِالنَّاسِ خَمْسَ تَرَوِيحَاتٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً "

১০. হযরত আবুল হাসানা (رضي الله عنه) বর্ণনা করেনঃ আমি হযরত আলী (رضي الله عنه) এক ব্যক্তিকে রমজান মাসে পাঁচ তারাবীহতে বিশ রাকা'আত নামায পড়ানোর হুকুম দেন।^{১০} (ইবনে আবী শায়বাহ ও বায়হাক্বী। শব্দগুলো বায়হাক্বীর)

১১. وَفِي رَوَايَةٍ " أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ يُؤْمُهُمْ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ "

১১. এক রেওয়ায়েতে আছে যে হযরত আলী (رضي الله عنه) তাঁদের বিশ রাকা'আত তারাবীহ ও তিন রাকা'আত বিতর পড়াতেন।^{১১} (সান'আনী)

^৯ ১) বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা, ২/৪৯৬, হাদীসঃ ৪৩৯৬

২) মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী, ৩/৪৪৪

^{১০} ১) ইবনে আবী শায়বাহ, মুসান্নাফ, ২/১৬৩, হাদীসঃ ৭৬৮১

২) বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা, ২/৪৯৭, হাদীসঃ ৪৩৯৭

৩) ইবনে আবদুল বার, তামহীদ, ৮/১১৫

৪) মুবারকপুরী, তাফফাতুল আহওয়াযী, ৩/৪৪৫

৫) সান'আনী, সুবুলুস সালাম, ২/১০

৬) ইবনে কুদামাহ, মুগনী, ১/৪৫৬

^{১১} ১) সান'আনী, সুবুলুস সালাম, ২/১০

২) ইবনে কুদামাহ, মুগনী, ১/৪৫৬

۱۲. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ فِي رَمَضَانَ عَشْرِينَ رَكْعَةً وَهَذَا أَيْضًا سَوَى الْوُثْرِ

১২. হযরত আলী (ؓ) হতে বর্ণিত তিনি এক ব্যক্তিকে রমযানুল মবারকে মুসলমানদের বিশ রাকা'আত তারাবীহ পড়ানোর আদেশ দেন আর এই (বিশ) রাকা'আত তারাবীহ ছিল বিতর ব্যতীত। ^{১২} (ইবনে আবদুল বার)

۱۳. عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ عَشْرِينَ رَكْعَةً»

১৩. হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ (ؓ) বর্ণনা করেনঃ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (ؓ) এক ব্যক্তিকে হুকুম দেন যেন তিনি তাঁদের (মুসলমানদের) বিশ রাকা'আত তারাবীহ পড়ান। ^{১৩} (ইবনে আবী শায়বাহ)

এই হাদীসের রেওয়ায়েত মুরসাল ও শক্তিশালী।

۱۴. عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: "كَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يُصَلِّي بِنَا فِي رَمَضَانَ عَشْرِينَ رَكْعَةً، وَيَقْرَأُ: بِحَمْدِ الْمَلَائِكَةِ فِي رَكْعَةٍ"

১৪. হযরত নাফে' ইবনে উমর (ؓ) বর্ণনা করেনঃ হযরত ইবনে আবী মুলায়কা (ؓ) আমাদেরকে রজানুল মোবারকে বিশ রাকা'আত তারাবীহর নামায পড়াতেন। ^{১৪} (ইবনে আবী শায়বাহ)

এই হাদীসের সনদ সহীহ।

۱۵. عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: «كَانَ أَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرِينَ رَكْعَةً، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ»

১৫. হযরত আবদুল আযীয ইবনে রাফি' (ؓ) বর্ণনা করেন, হযরত উবাই ইবনে কাব (ؓ) মদীনা মুনাউওয়ারাতে লোকদেরকে রমজানুল মোবারকে বিশ

^{১২} ইবনে আবদুল বার, তামহীদ, ৮/১১৫

^{১৩} ১) ইবনে আবী শায়বাহ, মুসান্নাফ, ২/১৬৩, হাদীসঃ ৭৬৮২

২) মুবরকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী, ৩/৪৪৫

^{১৪} ইবনে আবী শায়বাহ, মুসান্নাফ, ২/১৬৩, হাদীসঃ ৭৬৮৩

রাকা'আত তারাবীর নামায আর তিন রাকা'আত বিতর নামায পড়াতেন।^{১৫}

(ইবনে আবী শায়বাহ)

এই হাদীসের সনদ মুরসাল এবং শক্তিশালী।

۱۶. عَنْ الْحَارِثِ: «أَنَّهُ كَانَ يَوْمُ النَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً، وَيُوتَرُ بِثَلَاثٍ، وَيَقْنَتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ»

১৬. হযরত হারেছ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি লোকদের রমজানুল মুবারকের রাতে (তারাবীহর নামায) বিশ রাকা'আত পড়াতেন আর তিন রাকা'আত বিতর নামায পড়াতেন এবং রুকুতে যাওয়ার আগে দোয়ায়ে কুনূত পড়তেন।^{১৬} (ইবনে আবী শায়বাহ)

۱۷. عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ: «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي خَمْسَ تَرَوِيحَاتٍ فِي رَمَضَانَ، وَيُوتَرُ بِثَلَاثٍ»

১৭. হযরত আবুল বুখতারী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি রমজানুল মোবারকে পাঁচ তারাবীহতে (অর্থাৎ বিশ রাকা'আত) তারাবীহ এবং তিন রাকা'আত বিতর নামায পড়তেন।^{১৭} (ইবনে আবী শায়বাহ)

এই হাদীসের সনদ সহীহ।

۱۸. عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «أَذْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُصَلُّونَ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ رَكْعَةً بِالْوُتْرِ»

১৮. হযরত 'আতা (رضي الله عنه) বলেনঃ "আমি লোকদের দেখিছি যে তারা বিতর সহ বিশ রাকা'আত তারাবীহর নামায পড়ত।^{১৮} (ইবনে আবী শায়বাহ)

এই হাদীসের সনদ হাসান।

^{১৫} ১) ইবনে আবী শায়বাহ, মুসান্নাফ, ২/১৬৩, হাদীসঃ ৭৬৮৪

২) মুবরকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী, ৩/৪৪৫

^{১৬} ইবনে আবী শায়বাহ, মুসান্নাফ, ২/১৬৩, হাদীসঃ ৭৬৮৫

^{১৭} ইবনে আবী শায়বাহ, মুসান্নাফ, ২/১৬৩, হাদীসঃ ৭৬৮৬

^{১৮} ইবনে আবী শায়বাহ, মুসান্নাফ, ২/১৬৩, হাদীসঃ ৭৬৮৮

১৭. عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ، «أَنَّ عَلِيَّ بْنَ رَبِيعَةَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فِي رَمَضَانَ خَمْسَ تَرَوِيحَاتٍ، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ»

১৯. হযরত সায়ীদ ইবনে উবায়দ (رضী) হতে বর্ণিত, হযরত আলী ইবনে রাবী'আহ তাঁদের রমজানুল মুবারকে পাঁচ তারাবীহ (অর্থাৎ বিশ রাকা'আত) নামায এবং তিন রাকা'আত বিতর পড়াতেন। ^{১৯} (ইবনে আবী শায়বাহ)
এই হাদীসের সনদ সহীহ।

২. عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ عَشْرِينَ كَعَةً

২০. হযরত হাসান বসরী (رضী) হতে বর্ণিত, হযরত উমর ইবনিল খাত্তাব (رضী) লোকদের উবাই ইবনে কা'ব (رضী) এর ইজ্তেদাতে রমজানের কিয়ামের (তারাবীহর) জন্য একত্র করেন। তিনি (উবাই ইবনে কা'ব (رضী)) তাঁদের বিশ রাকা'আত তারাবীহ পড়াতেন। ^{২০} (যাহাবী ও আসকালানী)

২. عَنْ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ رَأَيْتُ النَّاسَ يَقُومُونَ بِالْمَدِينَةِ بِتِسْعٍ وَثَلَاثِينَ وَبِمَكَّةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ

২১. হযরত যা'ফারানী (رضী), ইমাম শাফেয়ী (رضী) থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেনঃ আমি লোকদের মদীনা মুনাউওয়ারাতে উনচল্লিশ রাকা'আত এবং মক্কা মুকাররমাতে তেইশ রাকা'আত (বিশ রাকা'আত তারাবীহর এর তিন রাকা'আত বিতরের নামায) পড়তে দেখেছি। ^{২১} (আসকালানী ও শওকানী মালেক থেকে)

^{১৯} ইবনে আবী শায়বাহ, মুসান্নাফ, ২/১৬৩, হাদীসঃ ৭৬৯০

^{২০} ১) যাহাবী, সিয়রু আলামিন নুবালা, ১/৪০০

২) আসকালানী, তালখীস, ২/২১, হাদীসঃ ৫৪০

৩) ইবনে কুদামা, মুগনী, ১/৪৫৬

৪) মালেক, মুদাউওয়াতুল কুবরা, ১/২২২

৫) সুয়ুতী, তানবীরুল হাওয়ালাক, ১/১০৪

৬) যুরকানী, শরহে মুওয়াত্তা, ১/৩৩৮

৭) ইবনে তায়মিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া, ২/৪০১

^{২১} ১) আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৪/২৫৩

২) শওকানী, নায়লুল আওতার, ৩/৬৪

۲۲. فَاخْتَارَ مَالِكٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيَّ، وَأَحْمَدُ، وَدَاوُدُ: الْقِيَامَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً سِوَى الْوُثْرِ..... أَنَّ مَالِكًا رَوَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً.

২২. ইবনে রাশাদ কুরতুবী বলেনঃ ইমাম মালেক (رحمته الله) তাঁর দুইটি কওল থেকে একটিতে এবং ইমাম আবু হানীফাহ, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইমাম দাউদ যাহরী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) বিশ রাকা'আত তারাবীহ কিয়াম (নামায) পছন্দ করেছেন আর (তা ছিল) তিন রাকা'আত বিতর (বাদ দিয়ে)।..... এইভাবে ইমাম মালেক (رحمته الله), ইয়াযীদ ইবনে রুমান থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (رحمته الله) ঐর যামানায় লোকেরা তেইশ রাকা'আত তারাবীহ (তিন রাকা'আত বিতর সহ) নামায পড়তেন।^{২২}

২৩. وقال الشيخ ابن تيمية في "الفتاوى": ثَبَتَ أَنَّ أَبِي بَنَ كَعْبٍ كَانَ يَقُومُ بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ. فَرَأَى كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ السُّنَّةُ؛ لِأَنَّهُ أَقَامَهُ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكَرٌ.

২৩. শায়খ ইবনে তায়মিয়া নিজের ফতোয়াতে (মজমাউল ফাতাওয়া)-তে বলেনঃ এটা প্রমানিত হল যে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (رحمته الله) রমজানুল মুবারকে লোকদের বিশ রাকা'আত তারাবীহ আর তিন রাকা'আত বিতর নামায পড়াতেন। একারণে আহলে ইলমগণ এটা সুন্নাত মেনে নিয়েছেন। এই কারণে যে, তিনি মুহাজির এবং আনসার (সকল) সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে (তাঁদের উপস্থিতিতে) কিয়াম করতেন (বিশ রাকা'আত তারাবীহ পড়াতেন) আর ঐ সকল সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) দের মধ্যে কেউ কখনো তাঁকে বাধা দেননি।^{২৩}

^{২২} ইবনে রাশাদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ১/১৫২

^{২৩} ইবনে তায়মিয়া, মাজমাউল ফাতাওয়া, ১/১৯১

নাফহাতুল উনস

হযরত আল্লামা আবদুর রহমান জামী

নকশবন্দী আল হারারী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)

ভাষান্বয়ঃ ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ত্বরীক্বাহ-র অনুবাদ মজলিস

'নাফহাতুল উনস' একটি জগৎবিখ্যাত কিতাব যা হযরত আল্লামা আবদুর রহমান জামী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এর অনবদ্য কীর্তি। আল্লামা জামী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) ইহা ছাড়াও 'শরহে জামী' ও 'শাওয়াহিদুন নবুয়ত' কিতাবদ্বয় এবং আরও অনেক মূল্যবান কিতাবের রচয়িতা। এই বিখ্যাত কিতাব (নাফহাতুল উনস) -এ আল্লামা জামী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) ছয়শত পঁচিশ (৬২৫) জন আউলিয়ায়ে কেরামের জীবনী আলোচনা করেছেন। তাই ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ত্বরীক্বাহ এর অনুবাদ মজলিস এই কিতাব অনুবাদে হাত দিয়েছে যাতে ওলী আল্লাহগণের জীবনী আমরা জানতে পারি এবং তাঁদের অনুরূপ জীবন গড়ার চেষ্টা করতে পারি।

আবু সুলায়মান দাউদ বিন নছর আত-তায়ী (রহমতুল্লাহি আলাইহি):

তিনি খুবই বড়মাপের মাশায়েখ এবং তাছাউফ পন্থীদের সরদারদের মধ্যে একজন। নিজ যামানায় বে-নযীর এবং ইমাম আবু হানীফা (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এর শাগরেদদের মধ্যে ছিলেন। তিনি হযরত ফুযায়ল, ইবরাহীম আদহাম এবং আরও অনেকের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি প্রথম তবকার এবং তরীকতে হাবীব চারওয়াহে (রহমতুল্লাহি আলাইহির) মুরীদ ছিলেন। [তায়কেরাতুল আউলিয়া কিতাবে ফরীদুদ্দীন আত্তার (রহমতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর পীরের নাম হাবীব রায়ী উল্লেখ করেছেন।] সকল জ্ঞানেই তিনি দক্ষতা রাখতেন। তিনি খুবই উচ্চ মর্যাদার আলিম ছিলেন। ফিকাহ শাস্ত্রে [অন্যান্য] ফক্বীহদের চেয়ে বড় ছিলেন। তিনি সংসার বিরাগী এবং শাসন/ রাজত্ব থেকে দূরে ছিলেন। যুহদ, পরহেযগারী, তাকওয়ার রাশ্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁর ফাযায়েল ও মানাকেব বেগুমার [অগণিত]। এক মুরীদকে তিনি বলেনঃ

ان اردت السلامة سلم على الدنيا وان اردت الكرامة كبر على الاخرة

অর্থাৎ যদি শান্দি চাও তবে দুনিয়াকে রুখসত কর ত্যাগ কর। আর যদি কারামাত চাও তো আখিরাতের উপর তাকবীর দাও। মা'রুফ কারখী কুদ্দিসা সিররুহ্ হতে বর্ণিত যে, আমি দাউদ তায়ী হতে বড় কাউকে দেখিনি যে দুনিয়াকে এমনভাবে ঘৃণা করে ও তা বুঝতে পারে। তার নিকট দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের কোন কদর ছিল না।

(চলবে.....)

কিতাবুল আকাঈদ

মূল (উর্দু): সদরুল আফযীল নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)
ভাষান্বয়: অনুবাদ মজলিশ- ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহ

﴿দুনিয়ার মালিক﴾

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন; ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু 'আলা রাসুলিহি মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন।

দুনিয়ার সব কিছুই সতঃসিদ্ধভাবে বদলাতে থাকে। আর কখনো না কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে। কোন না কোন সময় ঐ সব কিছু তৈরী হয়েছে। তো অবশ্যই ঐ সব জিনিসের কোন সৃষ্টিকর্তা ও ধ্বংসকারী আছেন। তাঁর পবিত্র নাম 'আল্লাহ'। তিনি সবসময়ই (সর্বকাল থেকেই) আছেন এবং সবসময়ই (সর্বকালেই) থাকবেন। তিনিই সকল জাহানের সৃষ্টিকর্তা। আসমান, যমীন, চাঁদ, তারা, মানুষ, জন্তু-জানোয়ার আর যত জিনিস আছে সবকিছু তিনিই তৈরী করেছেন। (সবকিছু) তিনিই প্রতিপালন করেন। সবাই তারই মুহতাজ^{২৪}। রিযিক দেয়া, জীবীত করা, মৃত্যু দেয়া তার ইচ্ছাধীন। তিনি সবার মালিক। (তিনি) যা ইচ্ছা করেন। তার কাজে কেউ হস্ফেপ করতে পারে না। তিনি সকল পরিপূর্ণতা ও ভালোর কুঞ্জি এবং সকল দোষ ত্রুটি ও খারাপ থেকে পবিত্র। তিনি সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য জিনিস জানেন। কোন জিনিস তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। যেমন তার পবিত্র জাত অনাদিকাল থেকে আছে তাঁর সকল সিফাতসমূহও^{২৫} অনাদিকাল থেকে আছে। জাহানের সকল জিনিসই তাঁর তৈরীকৃত।

আমরা সবাই তাঁর বান্দা। তিনি আমাদের উপর আমাদের মা-বাবার চেয়ে অধিক দয়াবান। রহমত প্রদানকারী। গুনাহ মাফকারী। তওবা কবুলকারী। তার পাকরাও (করা) খুব শক্ত যার থেকে তিনি না ছাড়লে কেউ ছুটতে (মুক্তি পেতে) পারে না। ইজ্জত-সম্মান ও অসম্মান তার ইচ্ছাধীন। (তিনি) যাকে চান সম্মান দেন, যাকে চান অপমান করেন। যাকে চান ধনী করেন। যাকে চান ফকীর করেন। যা কিছু করেন

^{২৪} মুখাপেক্ষী

^{২৫} গুণসমূহও

(তার মধ্যে) হিকমত আছে, ইনসার আছে। মুসলমানগণকে সম্মান দান করবেন (আর) কাফেরদের দোষখে আযাব দান করবেন। তাঁর প্রত্যেকটি কাজ হিকমত। তার নেয়ামত বান্দার বুঝে আসুক বা না আসুক তাঁর ইহসান (দয়া) অসীম। ইহাই তাঁর যোগ্য যে তাঁর ইবাদত করা হয় আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। আল্লাহ তায়ালা حي (অনাদীকাল থেকে জীবীত), قدير (কুদরত ওয়ায়ালা অর্থাৎ তিনি যা চান তা-ই করেন), سمیع (শ্রবণকারী), بصیر (দর্শণকারী অর্থাৎ তিনি সব দেখেন), متكلم (বক্তা অর্থাৎ তিনি কথা বলেন), علیم (জ্ঞানী অর্থাৎ তিনি সব জানেন), مرید (ইচ্ছাকারী অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করেন)। না তিনি কারো পিতা না (কারো) পুত্র, না তাঁর কোন স্ত্রী আছে না কোন আত্মীয়-স্বজন। তিনি কারো ওপর নির্ভরশীল নন।

কবিতা

সাব কা পায়দা কারনে ওয়ালা	মেরা মাওলা মেরা মাওলা
সাব সে আফযাল সাব সে আ'লা	মেরা মাওলা মেরা মাওলা
জাগ কা খালিক সাব কা মালিক	ওহ হি বাকী, বাকী হালাক
সাচ্চা মালিক সাচ্চা আকা	মেরা মাওলা মেরা মাওলা
সাব কো ওহ হি দে হ্যায় রোযি	নে'মাত উসকি দওলাত উসকি
রাযিক দাতা পালান হারা	মেরা মাওলা মেরা মাওলা
হাম সাব উস কে আজিয বান্দে	ওহ হি পালে ওহ হি মারে
খুবি ওয়ালা সাব সে নিয়ারা	মেরা মাওলা মেরা মাওলা
আউয়াল আখের গায়েব হাযের	উস কো রওশান উস পার যাহের
আলিম দানা ওয়াক্বিফ কুল কা	মেরা মাওলা মেরা মাওলা
ইযযাত ওয়ালা হিকমাত ওয়ালা	নে'মাত ওয়ালা রাহমাত ওয়ালা
মেরা পেয়ারা মেরা আক্বা	মেরা মাওলা মেরা মাওলা
ত্বায়াতে সাজদাহ উসকা হাক্ব হ্যায়	উস কো পুজো ওহ হি রাব হ্যায়
আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ	মেরা মাওলা মেরা মাওলা

----- প্রশ্নোত্তর -----

প্রশ্নঃ দুনিয়া কি সর্বদাই (অনাদিকাল থেকে) ছিল?

উত্তরঃ হ্যা।

প্রশ্নঃ দুনিয়া কি চিরকাল থাকবে?

উত্তরঃ না। কারণ এখানের প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য একটি (নির্ধারিত) হায়াৎ (বয়স) নির্ধারিত আছে। প্রথমে সেটি তৈরী হয়। আর যতক্ষণ সেটার হায়াৎ থাকে তা (অস্তিত্বে) থাকে। অতঃপর ফানা^{২৬} হয়ে যায়।

প্রশ্নঃ দুনিয়ার বস্তুসমূহের সৃষ্টিকর্তা কে?

উত্তরঃ আল্লাহ তায়ালা।

প্রশ্নঃ তিনি কখন কখন জন্ম গ্রহন করেছেন আর কতদিন থাকবেন?

উত্তরঃ তিনি জন্মগ্রহণ করেননি। আর না তিনি ফানা (বিলীন) হবেন। জন্ম সেই জিনিসের হয় যা আগে থাকে না (অর্থাৎ জন্ম হলেই তা অস্তিত্বে আসে। জন্মের আগ পর্যন্ত তার কোন অস্তিত্ব নেই)। আল্লাহ তায়ালা সর্বকাল থেকেই আছেন আর সবসময়ই থাকবেন। সবাইকে তিনিই সৃষ্টি করেন। তাকেই কেউ সৃষ্টি করেনি। তিনিই সবাইকে ফানা (বিলীন) করেন (অর্থাৎ সবাইকে মৃত্যু দান করেন)। কেউ তাকে ফানা (বিলীন) করতে পারে না।

প্রশ্নঃ তিনি (আল্লাহ) একাই কি পুরো দুনিয়া বানিয়ে ফেলেছেন নাকি আর কেউ তাঁর সাথে শরীক আছেন?

উত্তরঃ কেউ তাঁর শরীক নেই। সবাই তাঁর বান্দা আর তৈরীকৃত। তিনি একাই পুরো দুনিয়া সৃষ্টিকারী। তাঁর অত্যন্ত ক্ষমতা আছে। একটি অনুও তাঁর হুকুম ছাড়া নড়তে পারে না।

বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ
মিরআতুল মানাজীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ

মূলঃ মুফতী আহমাদ ইয়ার খান নঙ্গমী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)

ভাষান্বঃ অনুবাদ মজলিস- ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহ

৫৭৪০ঃ হযরত আবু হোরায়ারা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, আমি আওলাদে আদমের এক সম্প্রদায় থেকে আরেক সম্প্রদায়^১ হয়ে সবচেয়ে উত্তম সম্প্রদায়ে প্রেরিত হয়েছি। এমনকি আমি ঐ সম্প্রদায় হতে দুনিয়াতে এসেছি যা হতে আমি প্রথম থেকেই ছিলাম।^২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ مِنْهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১ অর্থাৎ আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে হযরত আবদুল্লাহ পর্যন্ত আমার নূর যেই গোত্র ও বংশের মধ্যে ছিল তা চিরকালই দুনিয়া জুড়ে সকল খান্দানসমূহ থেকে উত্তম ছিল। তার মধ্যে ভালো অভ্যাস, মর্যাদা, অভিজাত্য ছিল আর যাদের পীঠ অথবা পেটে এই নূর ছিল তা যিনা, কুফর ও শিরক থেকে মাহফুয ছিল। হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে হযরত আবদুল্লাহ পর্যন্ত হযুর আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন দাদা-দাদী কাফের হয়নি। সবাই তাওহীদপন্থী মুমিন ছিলেন। এমনকি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পিতা-মাতাও মুমিন ছিলেন। খোদ হযরত খলীলুল্লাহ (ইবরাহীম আলাইহিস সালাম) বলেনঃ

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

হে আমাদের পালনকর্তা, আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে।^{২৭}

এখানে ولوالدى থেকে মুরাদ হল তার পিতা "তারেখ" আর মাতা "তাসলা বিনতে নামর"। আর وَالْغَفْرِ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِّينَ (অর্থঃ আমার চাচাকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই সে গোমরাহ ছিল।^{২৮}) হতে মুরাদ চাচা "আযর"। বাবা ও চাচার পার্থক্য খেলাল করুন।

২ ফরন এর শাব্দিক অর্থ সাক্ষাত হওয়া। পারিভাষিক অর্থে "জামায়াত" বা দলকে ফরন বলে। অতঃপর কাল, সমসাময়িক লোক, সম্প্রদায় সবগুলোকেই ফরন বলে। এখানে মুরাদ হল "জামায়াত বা দল" অথবা "সম্প্রদায়"। আর জামায়াত হতে মুরাদ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিতা ও দাদাগণ এবং মা ও নানাগণ দেব জামায়াত। অথবা এ থেকে মুরাদ সাহাবায়ে কেরাম আহলে বাইতে আত্বহারগণের জামায়াত। অথবা মুরাদ হল কিয়ামত পর্যন্ত হযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐর সকল উম্মত অথবা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐর সকল গোত্র ও বংশ। যদি শেষ অর্থটি মুরাদ হয় তবে খির এর মুরাদ হয় "উচ্চ ও মর্যাদাবান" ক্বুওম (গোত্র) দুনিয়াতে যার খুব ইজ্জত করা হয়। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশে যদিও কিছু লোক কাফের ছিল যেমন আবু লাহাব (যদিও এরা চাচা মূল বংশ নয়। যেমন বাবা, তার বাবা, তার বাবা। এরা কাফের ছিলেন না।) কিন্তু ছিল বড় বংশের (যেমন) কুরাইশী, হাশেমী। সেই খান্দানগুলোর দুনিয়াতে খুব ইজ্জত ছিল। আর অন্যান্য ধারনাসমূহের ভিত্তিতে খির এর অর্থ হল মুমিন মুত্তাকী, পরহেযগার। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐর দাদা-নানা সবাই মুমিন, তাওহীদপন্থী, পরহেযগার ছিলেন। কুফর, যিনা খারাপ কাজসমূহ থেকে মাহফুয ছিলেন। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দোয়া করেছেন: وَمِنْ رَبَّنَا وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ - অতঃপর বলেন- অতঃপর বেলেন- আমার আওলাদ থেকে একটি 'জামায়াত' বা দলকে মুমিন রাখ। হে আমার মাওলা! এই মুমিন জামায়াত বা দলে আখেরী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রেরন কর।" হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো নূর। কিভাবে হতে পারে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐর বাবা-দাদাগণ জাহান্নামী। আল্লাহ তায়ালা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐর নূর নূরানী লোকদের মধ্যে রেখেছেন। (আশিয়াতুল লুমআত)

(চলবে.....)

হযুর-ই-করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জান্নাতের মালিক

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হলেন জান্নাতের খালিক বা সৃষ্টিকর্তা আর রাসূল-ই-পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হলেন জান্নাতের মালিক। এ প্রসঙ্গে ইমাম জালালুদ্দীন সুযুতী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন-

ইমাম গাফ্যালী এবং অন্যান্য আহলে ইলমগণ রাসূল-ই-করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐর খাছায়েছের মধ্যে লিখেছেন-

ان الله ملكه الجنة واذن له ان يقطع منها من يشاء ما يشاء

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জান্নাতের মালিক বানিয়েছেন। তার মধ্যে থেকে যাদেরকে চান (জান্নাত) দান করেন।

- ইমাম জালালুদ্দীন সুযুতী, মাক্বামাতুস সানদিসিয়াহ ফী নিসবাতুল মুশফাবিয়াহ

- মিরক্বাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ, ৩/৩২৩

অর্থাৎ আমাদের প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐর ইখতিয়ার বা ক্ষমতা হল যাকে খুশি তিনি জান্নাত দান করবেন। তারই প্রমান পাওয়া যায় আশারায়ে মুবশশারার হাদীসে। যেখানে দুনিয়াতে থাকতেই রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দিয়েছেন। বোঝা গেল রাসূল যাকে ইচ্ছা জান্নাত দান করবেন। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন

তুঝছে অর জান্নাত সে ক্যয়া মাতলাব ওয়াহবী দূর হো

হাম রাসূলুল্লাহ কি অর জান্নাত রাসূলুল্লাহ কি।

অর্থঃ তোদের সাথে আর জান্নাতের সাথে কি সম্পর্ক ওয়াহবীরা দূর হ!

আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐর আর জান্নাত রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐর

তাই আমরা রাসূলে পাকের মহব্বত আরও বেশি বেশি করব। তাঁর উপর আরও বেশি দুরূদ শরীফ পড়ব। তাঁর আনুগত্য আরও বেশী করব আর জান্নাতের আশাও আরও বেশি বেশি করব।

আল্লাহ আমাদের সকলকে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐর শাফায়ত নসীব করুন।

!!! আমীন !!!

দিওয়ান-ই-হাসেমী- (৫)

ওস্তাযুল আসাতিয়া, মুজাদ্দিদ-ই-তুরীকত; শামসুল আইম্মাহ, হযরত মাওলানা খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মাদ শামসুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী. (মাগজিঃআঃ)

আজ দুনিয়া ঘোর অন্ধকারে

এর জন্য দায়ী কে?

সৃষ্টি না তুমি?

এর পূর্ণ দায়িত্ব নিবে কে?

সৃষ্টি যদি দোষী হয়

তুমি কি তার থেকে মুক্ত?

সৃষ্টির মধ্যে থাক তুমি

তোমার হাত যে অনেক শক্ত ।।

ন্যায় অন্যায়ে যাই বলি

বিচারক তুমি

কাজ করায় বান্দা দিয়ে

শাস্তি কেন নিব আমি?

গুনাহ যদি বান্দা করে

তোমার ক্ষমতা কি?

ছাওয়াবের কাজ করে বান্দা

এতে নাই তোমার বাহাদুরী ।।

শয়তান বান্দা দিয়ে গুনাহ করায়

আসে দুনিয়ার সকল

আলোচনায় ।।

নেকের কাজ আল্লাহ করায় ,

শুকুর রবের জানায় ।

ক্ষমা প্রার্থনা

আল্লাহর আঙ্গিনায়

করুনা দয়া ভিক্ষা চায় ।

রহমত নেয়ামত বেশী চায়

গুনাহ নেকের চেয়ে বড় নয়

রহমত তোমার অনেক বড়

প্রেমের সীমা আরো বড়

বন্দার অপরাধ প্রেমের কাছে

ক্ষমা করুনা দয়া তোমার আছে ।।

কবর হাশর

জাহান্নামের ভয় কিসে

তোমার শাস্তি গ্রহন করে

সৃষ্টির মধ্যে কার সাধ্য আছে?

সৃষ্টি সসীম তুমি অসীম

ক্ষমা শাস্তি তোমার তুলনাহীন ।

সৃষ্টির শক্তি কিছুই নাই

সব চলছে তোমার ইশারায় ।

সবাইকে ক্ষমা করলে

তোমারতো ক্ষতি নাই ।

শাস্তি দিলে দিতে পার

জীবন তোমার নিতেও পার

স্বর্গ নরক তোমার হাতে

নরকেও স্বর্গ পার করতে ।।

প্রেমের তোড়ে

এক নিমিশে

ভূবন গগন ধ্বংশ করতে ।

তোমার কাছে অসীম

শক্তি আছে ।

বারী তুমি বাষ্প করে

গগনে তোল মেঘ রূপে ।

ভাঙ্গা গড়া তোমার হাতে

মার কাট সৃষ্টির মাঝে ।

বিশ্বটা তোমার খেলাঘর

বান্দা হল পুতুল তোমারী
শেষে তোমারী হবে জয়
হবেই শয়তানের পরাজয় ।
স্বর্গের জন্য নাই আকাঙ্ক্ষা
নরক তুমি বান্দাকে কেন দিবা
নরক হল শয়তানের খুশি
স্বর্গ কেবল মুসলিমের জন্য তৈরী?
তোমার কাজ মানবতা
মানব তোমার ধর্ম
মানুষের মাঝে মানবতা কাজে
যার নাই কোন তর্ক
সেই তো তোমার খলীফা
সেই তো তুমি
নও তুমি আলাদা
সেই তোমার ছায়া ।
তোমার রূপে অবতার
সদাই জীবন কাটায়
মানবতা ধর্ম তার ।
ধর্ম যত আছে এই পৃথিবীতে,
সব মানুষের তৈরী
যার কিছু নাই শেষে ।
হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইসলাম
প্রত্যেক ধর্ম পালন করে ইনসান ।
ধর্ম বড় নয়, বড় মানুষ আর মানব
লোকের জন্য ধর্ম
ধর্মের জন্য লোক সমাজ
লোক না হলে ধর্মের মূল্য নাই,
দলীল আদিব্লা যা কিছু দেখাই ।
শরীয়তের কি দাম আছে
যদি না থাকে মন,
প্রেম যার নাই সে হতে পারে কি আপন ।
(চলবে.....)

ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ত্বরীক্বাহ

ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ত্বরীক্বাহ সেই ত্বরীক্বাহ যা সাইয়েদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ (রাহিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) আবিস্কার করেন। সরতাজে বাংলা এই মহান ওলী এই মোহাম্মদী অমিয় ধারা আমাদের মাঝে রেখে গেছেন যা থেকে হাজারো ত্বরীক্বতপন্থী তৃষ্ণার্ত পানি পান করে যাচ্ছে। আজ আমাদের রাহবর ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ত্বরীক্বাহর একমাত্র খলীফা, আমাদের প্রেণের আক্বা, হুজুর কিবলাহ আল্লামা শামসুদ্দিন হাসেমি (মাঃজিঃআঃ) আমাদের সেই পানি বিলিয়ে যাচ্ছেন। হুজুর কিবলাহর ফয়েয ও বরকতে অসংখ্য লোক ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ত্বরীক্বাহর সুঘাণ নিয়ে মোহাম্মদী রঙ্গে রঙ্গীন হচ্ছে। আমরাও ওয়াজীহর ছায়াতলে এসে আল্লামুখী, রাসূলমুখী ও মানবকল্যানমুখী হই যাতে মানুষে মানুষে হিংসা বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে রাসূলের খাঁটি উম্মত হতে পারি। আমিন!!!

ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ত্বরীক্বাহর অনুবাদ মজলিসঃ

ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ত্বরীক্বাহর অনুবাদ মজলিসের মাধ্যমে আরও যে সকল কিতাব অনুবাদের পথে রয়েছে-

১. কিতাবু লুমআ ফিত তাসাওউফ
২. হিলইয়াতুল আউলিয়া
৩. কিতাবুস সিদক লিল খাররাজ
৪. নাফহাতুল উনস
৫. নুযহাতুল মুত্তাক্বীন
৬. কিতাবুশ শিফা
৭. মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া
৮. আল ক্বওলুল বদী ফী সালাতি আলা হাবীবিশ শাফী
৯. মা সাবাতা বিস সুনাহ
১০. শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাক্বী
১১. আল ফুতুহাতুল মাক্বীয়া
১২. ফুযুযুল হারামাঈন
১৩. তাবাক্বাতে ইবনে সা'দ
১৪. শরহুস সুদূর
১৫. জাওয়াহিরুল মুনাযযাম লিল ইবনে হাজার মক্বী
১৬. সাওয়াক্বুল মুহরিকা
১৭. জামে' কারামাতিল আউলিয়া

এবং আরও অনেক কিতাব।